

“ জয় গুরু ”

# ঝুমুর সঙ্গীত

নব মুক্তি ধাম

প্রতিষ্ঠিত— ১৩৭৫ শ্রাবী পূর্ণিমা

শ্রী গুরুচরণাশ্রিত

বঙ্কিম চন্দ্র সাহািত

মূল্য মাত্র— ১'২৫



## গ্রন্থাকারের নিবেদন

পুরুলিয়া জেলার কাশীপুর থানার অধীন সোনাই জুড়ি অঞ্চলের ভালাগোড়া গ্রামে আমার জন্ম। পিতৃদেব শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ মাহাত। আমার চারি সহোদর। প্রথম কিঙ্কর, দ্বিতীয় বঙ্কিম, তৃতীয় সুধাকর এবং চতুর্থ লক্ষন। দরিদ্রতা ও ভাগ্য দোষে আমার বিদ্যা শিক্ষা কিছুই হয় নাই বলিলেই হয়। আমার মনের যে টুকু আশা ছিল তাহা বিছা শিক্ষার অভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। কারণ সময় চলিয়া গেলে আর ফিরিয়া পাওয়া যায় না। গুরুর কৃপায় যে টুকু জ্ঞানঅর্জন করিয়াছি তাহাতেই ছয় বৎসরের পরিশ্রমে এই সংগীত বইখানি লিখিয়াছি। পঞ্চকোট রাজ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের শিক্ষক শ্রীযুক্ত অমল প্রকাশ চক্রবর্তী মহাশয় এই বইখনির কতক গুলী সংগীত পাঠ করিয়া সংশোধন করিয়াছেন, তজুনা আনি তাহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ। এখন আমার একমাত্র বাসনা যে পল্লী গ্রামের ক্ষুদ্র সংগীতকারের সামান্য প্রচেষ্টা পাঠকগণের মনোরঞ্জে যেন কিছুটা কার্যকরী হয়। এই বই খানিতে চারি প্রকার সংগীত আছে, রামপ্রসাদ, বাউল সংগীত, কৃষ্ণলীলা ও ঠাকুরপিতার সংগীতের মায় সংগীত ইত্যাদি। ভাব ও ভাষার উন্নয়নে যে কোন পাঠকের উপদেশ আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সহিত গৃহীত হইবে।

বিনয়াবণত

মাঘী পূর্ণিমা ১৩৭৮  
গ্রাম— ভালাগেড়া  
পো:— সোনাইজুড়ি  
জেলা— পুরুলিয়া

শ্রী বঙ্কিম চন্দ্র মাহাত  
সহকারী  
শ্রীজিতেন নাথ মাহাত  
শ্রী বাবু লাল মাহাত

গুরু কৃপাহি কেবলম্

গুরু হনমোর

শ্রী উমাশঙ্কর

অশ্রম গায়ত্রী ধাম

তারই ধামে গিয়ে

শুধা ভাঙু নিজে

ভাঙে দিল রাম নাম ॥

তিনি ব্রহ্মচারী

রেখে ছিলেন তরী

ডাক দিলেন উচ্চস্বরে

তরী ধর সব

ভুলো কেন শুধে

দেহ মুক্তি ধাম করবে ॥

ছিনু তরী আশে

বহুদিন বসে

পূর্ণ বরলেন দয়াময়

দেব বল বিনে

সুখ নাহি কোন দিনে ॥

উমাচরণ ধর বংকিম ॥

সুর—বাউল সঙ্গীত

১। তোরা বাঁচবি যদি গুরুর কাছে চল  
 পথের নিয়নে কিছু সম্বল । রং ।  
 গুরুর কাছে যে যথায় যাবি  
 সেই সেখানের রাস্তা পাবি  
 গুরু করণ না করিলে কে দিবে তোরে অর্থাল । রং ।  
 পথের কাঁটা খোঁচা সূচাবার তরে  
 যে পারে ওরে গুরু করে  
 গুরু বিনা কে আছে আর কার বা এমন শক্তি বল । রং ।  
 গুরুর কাছে চল দেখিরে মন  
 তাঁর কাছে গেলেই বুঝতে পারবি কিবা বত্বধন  
 হেলা করে দিন বুচাস না চল যাব তার চরণতল । রং ।  
 গুরু আশায় রাস্তা টুকু দেখিয়ে দিয়ে যায়  
 পরে কিন্তু আপন আপন দেখে নেওয়া চায়  
 বুঝে নে তুই ওরে বাঞ্ছন মন করিস চঞ্চল । রং ।

২। হরি গুণগান কররে মন যদি থাকবি সুখেতে  
 সংসারের কাজ করে পরে একবার ডাক মুখেতে । রং ।  
 একা যদি ডাকতে নার ছয়জন কে সঙ্গে কর  
 একা দেখ হয়নি কিছু যায় কেবল কাঁদিতে  
 আর ভাবিতে । রং ।

যদি চলতে পারিস তারই বসে  
 বুঝতে পারবি হখন মজা শেষে

জ্বালা জঞ্জাল সব যাবে তোর, যম যাবে না  
পাশেতে । রং ।

ঐ দেখ গুণ যদি নাই হরি নামের  
কাজ কিবা তোর কাশি ধামের  
নামের ভিতর ধাম রয়েছে বুঝে না কেন  
লোকেতে । রং ।

অস্তিমকালের সম্বল নে কিছু  
কেউ যাবে না সঙ্গেতে সে যাবে পিছু  
ভাবে দিন ঘুচাস না বন্ধিম লুধারে তার পদেতে । রং ।

৩ । হরি কেন হলো আমার মূঢ় মন এমনি  
দিনের পর দিন যায় হরি, রাত্রি হলে হয় জ্বালা । রং ।  
খুঁজে আমি পাইনা কোন ধর্মের ঠিকানা  
ধর্মস্থানে গেলে আমার মন হয় অজানা  
এমনি আমার কপাল পোড়া পড়ল গৃহস্থের জ্বালা । রং ।  
কি যে আমার মনের গোকাম ঠিকানা  
আমি নিজেই কোন অস্ত্র পাই না  
আমার ঘরের কপাট বন্ধ করা, না সামালে কি  
যায় জ্বালা । রং ।

সংসারের সবাই না বুঝে বলে  
পড়ে আছিস ও বন্ধিম তুই অগাধ জলে  
(ওরে) করবি যেদিন হরি সাধন মিটেবে সেদিন  
সব জ্বালা । রং ।

৪। এ জীবনের মাইরে মন কোনই ঠিকানা  
সাধের মানব দেহ ধারণ করে, কে করিল  
তোরে মানা। রং।

কি কাজের জন্য এলিবে মন এ ভব মাঝে  
আসল কাজ তোর রইলো পড়ে এ দেহ মাঝে  
যে দিন আসবে সমন করবে দমন কে করিবে ভায়ে  
মানা। রং।

(মনবে) ঐ ধন সম্পত্তি সব রবে পড়ে  
তুঁইও যাবি ও ভোলা মন আশায় ছেড়ে  
যে দিন পাখীও যাবে খাঁচা ছেড়ে সেদিন কারও  
দেখতে পাবিনা। রং।

হাতী গোড়া টাকার তোড়া  
কেউ হবে না সাথীর গোড়া  
বেদিন চলে যাবি দিয়ে ফাঁকি আমার বলতে  
থাকবে না। রং।

(ভাই) নিজের মনে নিজকে ভালবাসিস না কত  
নইলে নিজে ফাঁকি পড়ে খাবি হাবু ডুবু  
ভুলিসনা না বন্ধিম কারো ছলে এ সংসারের সব  
আজনা। রং।

৫। হরি পাবনা কি আরহে আমি ঐ রাজা চরণ  
যদি না দাও পদ ভরসা তবে জীয়েছে হলো মরণ। রং।  
চরনের আশে রইলাম বসে

না জানি কি হবে শেষে  
 ঐ চরণ বিনা হরি হে আমি অণু কোন পাইনা ধনা  
 (মনরে) এমনি জীব জগতের গড়া  
 কেউ ডাকলে করে দেয় না সাড়া  
 প্রভু তুমি যদি না দিও সাড়া তবে আমার কি  
 হবে মরণ। রং।

হরি তোমার লীলা বোঝা দায়  
 বুঝে আমি বুঝি নাই  
 চোখ থাকতেও পাইনা দেখা এমনি আমার  
 পানর মন। রং।

বন্ধিম কেন হলিরে এমম  
 সব কাজ ছেড়ে করলিনা কেন হরি সাধন  
 সাধন বিনা নাইরে গতি বিফলে যাবে এ জীবমার  
 ৬। সময় বুঝে না ডাকিলে দেয় না কেউ সাড়া  
 অ-সময়ে ডাকলে পরে পাবেনা ডাকার গোড়া  
 কহু ডাকলি না মন এক মনোযোগে  
 সেইজন্ম মরলি রে তুঁই রোগেভোগে  
 এখন ছটি ভুতের সঙ্গে পড়ে হয়নারে নড়াচড়া  
 ঐ ছটি ভুতের ছটি হলো নাম—  
 যখন ঘারে ডাকি তারে করে সেই কাম  
 (আবার) ছজনকে বশে না রাখিলে পাবেনা  
 ডাকার গোড়া। রং।



বন্ধিগের যখন ডাকার সময় হয়  
ছয় জনেতে যুক্তি করে সেই সময় গিয়ে কয়  
(বলে) কি করবি তুঁই রাত্রি জেগে

আমরা যে তোর হাত ছাড়া । রং ।

৭। এ সংসারে সব আপন আপন কেউ ত কারো নয়  
আপন আপন ভাব নিয়ে.

আপন মনকে কর পরিচয় । রং ।

মনে করে ছিলাম আমি

নিজ স্ত্রী মানবে স্বামী

সে যে হবার নয়রে কছু কলির ধর্ম হবে লয় । রং ।

ভাই বন্ধু দ্বারা স্তম্ভ

কেবল মুখের পরিচিত

আত্ম মনে করবেনা কেউ এতো জানা পরিচয় । রং ।

যখন কেউ কারো নয় এ সংসারে

তবে দেখনা গুরুর চরণ ধরে

খাকিস যদি একই মনে সব কাজে

তোর হবে জয় । রং ।

ভাইরে এসেছে ঐ একটি ভেলা

চল যাবি ত করিসনা হেলা—

ভেলা ছাড়লে পরে পাবিনা কেউ এত মুখের কথা

নয় । রং ।

ভেলার মালিক ছিল যে জন

বন্ধিগের জানা ছিল সে জন

তাই ছাড়া ভেলা দাঁড় করালো ধন্য নাবিক দয়াময়

। রং ।

৮। দেখনা চেয়ে কলির ব্যবহার

চাষ বাড়ী সব ছেড়ে দিল গোলাব গিরি হলো সার  
। রং ।

চায়ের ভিতর কিবা ছিল ধন  
বাবুর দলে সবে গেল কে করে যতন  
এখন পয়সা ধরে সব ভুলেছে

তাই চলেনা এ সংসার । রং ।

(আবার) কেউ গেল দেখ অফিসার হয়ে  
পিতা মাতা দুঃখে কাঁদে দেখেনা চেয়ে  
বাবুর দেড়শো টাকা বেতন হয়েছে দশ টাকা হয়  
মাসে খার । রং ।

যরে বন ফিরেন বাবু  
যখন পয়সা খুঁজে মাতা পিতা জবাব দেয়না  
এক কথার । রং ।

দেখে শুনে বন্ধিম একবার চাকরি খরিল  
কাঁটা পাহাড়ি দেশে আবার ভয়ে পালাল  
কোন উপায় না খুঁজে তখন সাধন ভজন করল সার  
। রং ।

৯। এবার বাবি কোথা বল দেখি মন কে তোরে নিয়ে  
মনকে নিয়ে পালারে তুঁই  
মনই যে তোর সাথী হবে । রং ।

( ৯ )

মন ভুলানোর ঐকটি ঔষধ হরি নাম আছে  
বিনা পয়সায় এমন ধন যে পারে সে নিচ্ছে  
ও মন থাকিস না তুই হেলা করে

সকলে ছেড়ে পালাবে । রং ।

মনরে কিবা ওই নামের গুন আছে

যে ভজেছে সে মজেছে তার কিবা গুন আছে

যে ধরেছে সেই মজেছে অণ্ডে বল কি পাবে । রং ।

তার যে করিবে আশা তার হবে সর্বনাশ

সে সর্বনাশও আশা করে যে না পালাবে

সেই পাটবে মধুর তবু সেই কাশী বাশী হবে । রং ।

তার আশাতে বন্ধিম গেল

না বুঝিয়া ভয়ে পালাল

(তখন) মন বলিছে ছাড়িস না তুই নইলে

যমে তোরে মারিবে । রং ।

১০। প্রথমে কুই করলিনা মন বিছা উপার্জন

সময় যে তার চলে গেল নদীর জলের মতন । রং ।

বিছা ছিল কিবা রতন

দেখলিনা মন করে যতন

বিছা ছেড়ে পড়লি ফেরে হলি পাগলের মতন । রং ।

দ্বিতীয়তে ধনের আশে

পিতা মাতা রইলো বসে

খাটলি না মন অহংকারে রইলি যে রাজার মতন । রং ।

তৃতীয়তে তুই করলিনা মন পুণ্যের আয়োজন  
বসে বসে দিন যুচালি কাঠ পুতুল যেমন  
চতুর্থে যে মরলি বন্ধিম কে আটকাবে এ সব ধন রা

১১। আর বাঁচিবার সাধ নাই হরি মরণ কর এইবারে  
এ পারে আশার সাধ মিটেছে

পার করে দাও ওপারে রা  
ঘরেরছাদন গেছে এলে ঠ'দুর লেগেছে দেওয়ালে  
আবার গিরা দিতে ভুলে গেছি ঝড়ে উড়াল একবারে  
রা

ঘরের নটি দারই খোলা আছে

নদিক থেকে বাও ধরিছে  
শ্রুত এখন যদি বেঁচে থাকি

জল এলে থাকবে কি করে রা  
(আবার) মুরি খুঁটো গেছে মুয়ে

তাই থাকি খুব ভয়ে ভয়ে  
হরি জাগ্র বার দিনটা জানিয়ে দিলে

নিজেই পড়িতাম সরে রা  
যদি মুখন খানা ভাল ছিল বিধ কেটে সেটাও জজ'রি  
ও মন ঘরের আশা নাইকো কোন

মরতে হবে এই ঘরে রা  
বন্ধিম বলে ভাঙ্গা ঘরে হরিকে ডাক উচ্চস্বরে  
তোয় ঘর জাগ্রিলেও মরবিনে তুঁই

টিকই পালাবি সরে রা

১২। মন উড়ে যায় কেন আমার কিসের সন্ধানে  
বিদেশেতে গেলে পরে ধরে পুলিশ ছুজনে ।রং।  
আমি যখন বসে থাকি মন দিতে চায় সদায় ফাঁকি  
আমি থাকি ফাঁকের ধরে মন পালিয়ে যায় বনে ।রং।  
কভু উড়ে যায় কাশীতে কভু বৃন্দাবন  
কভু গঙ্গায় গিয়ে ডিল্লায় চড়ে এমনি মনের মন  
কখনো নারীর সঙ্গে মিশে আবার উড়ে গগনে ।রং।  
কভু খেয়ে দেয়ে শুয়ে থাকে পালক পরে  
কভু ছেঁড়া খাটে জ্বম আসেনা ছাবের কামড়ে  
কখনো ভাজা ধরে টাঁদ দেখা যায়  
কখনো থাকি সাধনে ।রং।

পাইনা আমি নিজেই নিজের মনের ঠিকানা  
আমি ধৈর্য্য ধরে থাকি মন হয় অজানা  
শ্রু বন্ধিমের মন উড়াও এমন  
যেন খামে তোমার চরণে রং।

১৩। মিটিং শুনবি যদি হাইস্কুলে চল  
মনের কথা রাখিস না কেউ হৃদয় খুলে কথা বল ।রং।  
ছয়টি মাস্টার ঐ স্কুলে মাস্টারি করে  
কেউ বা ঘরের কাজে ব্যস্ত কেউ বা কাজ করে  
ভাতে দেহেটাগী রাগ করেছে স্কুল চলে কি করে বল  
ঐ স্কুলে জানালা মোট নয়টি আছে  
কপাট বসা নাইকো তাই বিটাসে জল আসে

ছেলে বলে স্কুল ছেড়ে অফ স্কুলে সবে চল । রং  
 কাঁচা বাঁসের ঐ স্কুলে রলা করেছে  
 সব বাঁশ সমান নয় তাই উঠিয়ে ধরেছে  
 মেস্বার বলে এমন করে স্কুল থাকে কদিন বল । রং  
 মুখন খানা বুড়া বাবার কাছে ধার নিয়েছে,  
 মিস্ত্রীর কাজ করে কেউবা নামটি নিয়েছে  
 এ যদি না বুঝি বন্ধিম নিজে বুঝে নিজেকে বল

১৪। এবার ডাক দেখি মন হরি বলে যাবে যন্ত্রণা  
 ছজনের সঙ্গে যুক্তি করে ছেড়ে দে কুমন্ত্রণা । রং  
 মিছে আমার আমার করে ?

এই ধন সম্পত্তি রেখেছ ধরে  
 ঐ ধন সম্পত্তি কেউ হবেনা বাড়াবে কুবাসনা । রং  
 মনরে আমার বলতে কেউ হবে না  
 কারও সঙ্গে কেউ যাবে না  
 তবে আমার আমার কর মিছে আমার যে কো  
 হবে না । রং

আমার বলে ভাব মিছে সবে  
 আমার বলতে কেউ নাইরে ভবে  
 আমার বলা শক্ত কথা কেমন মানব জাতি ভাবে  
 ছয় জনকে আমার বল  
 তাদের বশে সদাই চল  
 তারাও দেখ সময় বুঝে আমার সঙ্গে মিশে না । রং

যদি আমার বলে কিছুই নাই এ সংসারে  
তবে আমরা আছি কেবল ফাঁকের ঘরে  
বন্ধিম ভাবিসনা তুঁই আমার বলে নইলে হবেনা  
তোর সাধনা । রং ।

১৫। ভবের হাতে লুকোচুরি করিস কেন মন  
এই হাটের ভিতর সব রয়েছে সংসারে যা  
আছে ধন । রং ।

লুকোচুরি করিস না মন এ ভবের হাতে  
চুরি যদি করবি মন চল যাব সেই মাঠে  
সেথা দেখতে শুনতে কেউ পাব না বেছে নিব  
বহুধন । রং ।

এমন ভাবে যুক্তি কর হাটের মালিককে আগে ধর  
ভুক্তি দড়ায় বাঁধ তারে নড়তে পারেনা যেমন । রং ।  
এ ভবের হাতে চুরি করা দুদিন পরে পড়বি ধরা  
মারামারি করবেনা কেউ বরং করবে আপন জন । রং ।  
ঠিকভাবে যে চুরি করে সেজন যায় ঠিক ভবপারে  
চল যাব বন্ধিম চোরের কাছে যথায় আছে  
আপন জন । রং ।

১৬। সাধন ভজন হয়না মোদের স্বভাবের দোষে  
হুঃখে হুঃখে দিন যায় কেবল চলছে যে  
আপন বশে । রং ।

সাধন ভজন সকল কাজের সার

এই কাজের যে করবে আশা সুখ ঠিক হবে তার  
এ কাজের গুণ বুঝবেনা কেউ বুঝবে মন

অবশেষে । রং ।

ও মন বিফলে মানব জনম গেল  
সংসঙ্গ করলিমা মন দিন বয়ে গেল  
দিন যাচ্ছে তোব শ্রোতের মত ভুলে থাকি  
কি আশে । রং ।

সাধনের আশে যে বসেছে  
সেই আঁধারকে আলো করেছে  
সে আছে ঠিক তারই আশায় চলে ঠিক  
তারি বর্শে । রং ।

নাটবে গতি এ ভবেতে সাধনা ছাড়া  
চল যাব মন তার কাছেতে যেন হয়না হাতছাড়া  
প্রভু গৌ করবে দয়া নইলে বংকিমের দাঁড়াবেনা  
কেউ পাশে । রং ।

১৭। খেপা মন আমার  
আমি আমার পাইনা পরিচয়  
কেবল আমি আমি করে মরি  
আমার বলতে কেউত নয় । রং ।  
যদি আমার বলি দেখানা  
তবে আমায় সে ছেড়ে যেতনা  
যদি থাকতে তুমি দেখতাম আমি



সে যে কভু হবার নয় । রং ।  
আমি আমীর হই কেমনে  
বিশ্বাস নাই দুজনের মনে  
শুধু জোর করিলেই হয় না আপন  
মনের বিচার করে দেখতে হয় । রং ।  
আমার বঁলে ছিল যেটা  
কাছে আসতে চায়না এমন ঠেঁটা  
ঐ ঠেঁটার চরণ ধরে বংকিম  
কেঁদে কেঁদে পাগল হয় । রং ।

১৮ । আধুনিক যুগের বাবুর অজব কারখানা  
মাতৃভাষা ছেড়ে দিয়ে ইংরাজীটা চাই জানা । রং ।  
উঠলো এখন উণ্টো নীতি  
পরেরা কেউ মোটা ধুতি  
চোখের দোষ না থেকেও নেই চশমা হিরো কাটিং  
বিনা পরে না । রং ।

অল্প বিছা ভয়ংকর হলো  
যেমন বিছা তেমন চোর হলো  
কলমের আগায় করে চুরি আমরা তখন  
হই কানা । রং ।

যেমন লেখাপড়া তেমন ফাঁকি  
তার মধ্যে রইলো বংকিম বাকি  
ক বলিতে কালি দেখে এমন আবার মন কানা । রং ।

১৯। চাইলিমা মন ত্রক্ষের দিকে কিবা ছিল ধন  
ত্রক্ষা ছিল অধরেতে আলো করলিমা কেন

যতন । রং ।

যেদিন এই দু'টু দেহে ত্রক্ষা এল  
সে দিন বুদ্ধি ভরসা সকলেই ছিল

খরচ হলো বিনা বুঝে ফিরে আসে না সে রতন ।  
ত্রক্ষা হলো এ দেহের সুখা

তার জ্ঞান মানেনা কেউ গুরু'র বধা

যেদিন জ্ঞান এসে ঠিক পৌঁছে দেহে উপায়  
খুঁজে ফিরে মন । রং ।

- ত্রক্ষা বিনা জ্ঞান হারা হয় এ ভবের সবে  
(আবার) তারে চেনা মস্ত বড় দায় বলে ভাবে  
চিনলিমা কু'ই গুরে বংকিম জ্ঞাবলে কি গিলে

রতন । রং ।

২০। এ সংসারে পরের বিচার মন কেন করে  
নিজের ভুল তোর রইল পড়ে নিজে কেননা

ধরে । রং ।

পরের কথায় সদাই থাকে মন

পর যদি কেউ শিব পূজে ভুল দেখে তখন

পর নিন্দা পর চর্চা করে কেন বা কিসের তরে ।

পর নিন্দা পর চর্চা হিংসাতে কেবল

পরের মন্দ হয় কিসে যে ভাবে লোক সকল

পরকে মন্দ দেখে সদা অস্তুর খুলে বলতে না  
পারে । রং ।

রং | দশ জনের কাছে যুক্তি নিয়ে বিচার কর মন  
ছ জনকে সাক্ষী রেখে বিচার হবে তখন  
বিনা বুকে মরিসনা বন্ধিম পরের বিচার করে । রং ।

রা | ২১। ভাল গাড়ী ছিল মন চালাতে জানেনা  
ওরে শক্ত আছে গুরুর লাইন তবু কেন চলেনা । রং ।  
গুরু আমায় দয়া করে লাইন দিয়েছে

এমন মজার লাইন সেটা ব্রহ্মাণ্ড ঘিরেছে  
রা | গাড়ী চালাবি ঠিকভাবে মন যেন আর মাটিতে  
পড়ে না । রং ।

মনকে গাড়ীর গাড় করে দাও ছয়জনকে টি টি আই  
রা | দশজনকে গাড়ীর ভিতর রেখে সাবধানে চালানো  
চাই

সবকে আগে বলে দিবে যেন নটি জানালা  
রা | খুলেনা । রং ।

গাড়ী আনাগোনা করে যথায় কাশীধাম  
হরণ গারে একমাত্র বলছে তবিনাম  
রা | বন্ধিমের কাছেও ছিল গাড়ী ড্রাইভারী করতে  
জানেনা । রং ।

২২। ভবের মানুষ বসেছে সব সুখের আশাতে  
 দুঃখে কেবল সংসার ভরা সুখ আসেনা পাশেতে । রং  
 সুখ বলে যে আছে এ ধরায়  
 সংসার ছেড়ে আছে ঠিক তারাই  
 তারা কেবল সুখী আছে দুঃখ বলেনা মুখেতে । রং  
 এ ধরতে দুঃখকে যে সুখ বলে আছে  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর তার হাতে আছে  
 তার স্বর্গ মর্ত্ত সবই সমান চলে আপন মনেতে । রং  
 যেদিন সাধু সঙ্গ করবি ওরে মন  
 দুঃখ তখন কোথায় যাবে পননের মতন  
 তাদের কাছে সুখের ভাণ্ডার তারাই সুখী ভবেতে  
 তাদের সামনে বন্ধিম গেল  
 তখন মনের আশা সব পুরিল  
 এই ছিল মনের আশা নইলে জীবন যেত  
 ভাবিতে । রং

২৩। এ সংসারে মন কেউ হবে না আপন বলে  
 আপন আপন এ সংসারে আপনি যাবে চলে । রং  
 শুধু লোকাচারে বল আপন  
 আপন হবেনা কোন জন  
 মন বিনা কেউ হয়না আপন জুলোনা কারো  
 কৌশলে । রং

এসেছি একা এ সংসারে  
 যেতে হবে একা সেই কিনারে  
 মিছে আমার আমার বলে পড়ছি আবার জঞ্জালে ।

ভুলনা কেউ আপন বলে  
নইলে পড়বি আবার মায়াজালে  
জাল ছেঁড়া যাবেনা চিরকালে । রং ।  
জাল বিনা কেউ নাই সংসারে  
যে ছিঁড়ে পালায় এক ধারে  
সেই স্থখে থাকে বন্ধিম কেবল ভালে । রং ।

২৪। সত্য সাধন কর ভোলা মন অম্ব কোনই করতে  
হবে না

তার সাধন যদি করতে পারিস সেদিন হবে  
সাধনা । রং ।

সে সাধনা সব সাধনার মূল  
এ সাধনা করলে সাধন পার হয় ভব কুল  
সত্য হলো সাধনার মূল এ কেবল গুরু মন্ত্রণা । রং ।  
যে করেছে সত্য সাধন সেই ভবের স্তম্ভী  
যে করে না এই সাধনা সেই সকলের দুঃখী  
বন্ধিম এই সাধনা আগে কর তুঁই নইলে কোন  
পাবিনা । রং ।

২৫। সম্মান রাখা দায় হলো মন মেয়ের জগতে  
সারাদিন ভেবে মরি যুম আসে না নিশীতে । রং ।  
যদি কোন মুখ পাত্রে এল বা ঘরে  
ডেন পোষাক দেখে তখন সকলেই ডরে  
বাবু ক জানেনা কিল মারিলে সে বলে সাইকেল  
দিতে । রং ।

আবার কেউবা এল ইঞ্জিনিয়ার পাশ  
 বিড়ি খায় না নাস্বার টেন চাই এমন অভ্যাস  
 বলে ট্রেনজিফটার তো আগে লিব যেন তারিখ  
 উঠে ঘড়িতে রং

সবার ছেলে সবার মেয়ে কেন এমন ব্যবহার  
 লেখাপড়া শিখে হলো এমনি দুরাচার  
 ভাই এমনি হবে সবার একদিন কাঁদবি তখন  
 মনেতে । রং ।

ভাই নন মোি ট্রিককে সবে মিলে তুচ্ছ করেছে  
 রেডিও যদি দিতে হয় দেখ কে বিএ পড়েছে  
 কলির রীতিনীতি দেখে বংকিম হাসে আপন  
 মনেতে । রং ।

২৬। ভুল বুঝনা এ সংসারে কেউ হবেনা আপন  
 আপন আপন করে সবে হয়না কেন আপন  
 জন । রং ।

আপন বলা শক্ত কথা এ সংসারেতে  
 দেখ মন ভাল করে বুঝে নিজের মনেতে  
 ভাই বন্ধু মাতাপিতা বুঝবে না কেউ আত্মধন । রং ।  
 নাটরে মন এ সংসারে কেউ আপন বলে  
 কারে ভুলে কুঁই রইলেরে মন দিন গেল চলে  
 এ দিন যে আর খুববেনা রে মিছে মনের  
 খারলা রং ।

শুধু ভাব করিলে হয় না আপন

ভাবে থাকে ঐ দুনিয়া চিকন

এমন ভাবে ভাব করবি বংকিম যেন কেউ

বলেনা আপন জন । রং।

২৭। জ্ঞান চক্ষু কে দিবে তোরে গুরু বিনা কে

আছে আর

সেই চক্ষু বিনা যায়না দেখা দেখি কেবল

অন্ধকার । রং।

যথায় পাবি সৎ গুরু মন তার কাছেতে চল

গুরু যখন মন্ত্র দিবে দেখবি চক্ষুর বল

দেখতে পাবি এ ভ্রম্মাণ্ড বুঝবি তখন কেবা কার । রং।

গুরু বিনা সে চক্ষুতে দেখতে না পাবে

ঐ পথের যে আছে কজন সেখানে যাবে

যেথায় সরস্বতী বিরাক করেন কে সন্ধান দিবে

সেখানকার । রং।

জ্ঞান চক্ষু বিনা মানব জনম যারের বিফলে

পাপ চক্ষুতে দুনিয়া দেখি থাকলিরে ডুলে

বংকিম চোধ থাকিতেও হসনে অন্ধ দেখনা

একবার কি মিলে । রং।

২৮। এই বাসনা করি প্রভু যেন দেখা হয় শেষের দিনে

অস্থিরকালে না পাই কিছু যেন ডাকতে পাই

মনে মনে । রং।

এই বাসনা করবে পূর্ণ ওহে দয়াময়  
 যেদিন এসে শমন করবে দগন সেদিন দেখা হয়  
 আর কোন নাই মন বাসনা ভাবি এই চিরদিনে ।  
 প্রভু কে করিবে দয়া মোখে কেবা আছে আর  
 তোমা যিনে দেখি আমি সংসার অন্ধকার  
 কোথাও যেন মন না থাকে

থাকে তোমার চরণে ।

তুমি প্রভু সব করালে আমি কিছুই করিনা  
 যা দেখালে নয়নেতে অশ্রু কিছু জানিনা  
 প্রভু তোমার বংকিম এমন অধম যায় দেখা

ডুবনে ।

২৯॥ নব যৌবন মনরে কেন যুচালি বিফলে  
 গেল বলে চলে গেল ফিরবেনা চিরকালে ।  
 মন রে যৌবন যাথতে জানে না  
 তার বশেতে চল সবে চিনতে পার না  
 যেদিন যৌবন যাবে বুঝে পাবে কাঁদবি সেরিন

কি বলে ॥

এ নব যৌবন আসে কি জন্ম  
 মানুষ হয়েও বুঝি না মন তাই বলি ধম  
 এ দিন তোমার কদিন রবে হাত দিবে ঠিক  
 কপালে ।

যৌবন গেলে স্ত্রী পুত্র কেউ হবে না আর



সেদিন বুঝে ঠিক পারি তুঁই দেখনি অন্ধকার

বংকিম যে পারবি সে এ সময় ধর

পারবিনা সময় গেলে ।রং।

১০। ব্রহ্মাণ্ডে কটি ধাম আছে দেখলি না শুরু

ধামগুলি সব সামনে আছে কে বলে আছে দূরে ।রং।

যটি ধাম তার নাম রয়েছে হৃদয়ে গাঁথা

১১। রেল লাইনে গেলে পরে মিলে না সেথা

ঐ যে আছে গুরুর লাইন ধাম দেখবি ত চল

ধরে ।রং।

যদি ধামগুলি সব দেখতে পারিস মন

১২। মনোজালা সব যাবে তোর ধাম দেখে তখন

ধাম বিনা কাম হবে না তোর মরিস কেন ফাঁকে

যুরে ।রং।

ধামের রাস্তা দেখবি যদি চল গুরুর কাছে

ধাম দর্শন করলে বুঝবি ধামে কি আছে

ধাম তীর্থ তোর আছে দেখে বংকিম কোথা

পারি বাহিরে ।রং।

১৩। পাখী যেদিন খাঁচা ছেড়ে উড়ে পালাবে

শুষ্ক খাঁচা রবে পড়ে কি কাজে সেটা লাগাবে ।রং।

শক্ত করে রেখো খাঁচা যেন পাখী উড়ে না

১৪। উড়ে গেলে বসবে কোথায় পত্তি পাবে না

মনরে পাখী যাবার আগে ডানা কেটে রাখিবে ।রং।

পাখীর নাম শিখাবে মন মত যেন বাধা নাম বলে বন্ধি  
অশ্রু নামে গুণ দিবে না সব যাবে বিফলে  
যখন নাম বলিবে রাধা রাধা তখন কি আর

পালাবে। ৩৩।

ঠিকভাবে যদি রাখতে পার ময়না পাখীকে  
নিজে যেদিন ধরবি বুলি সেদিন আনন্দ পাবে  
পাখীর বুলি না বুঝিলে পাখী তো ফাঁকি দিবে। ৩৪।  
ময়মা পাখী হয় না বুলি শিখিতে কাতর  
খাঁচার ঠিক নাই একে বংকিমের দ্বিতীয়ে ভাঙ্গাঘর  
ঘরকে রেখো যত্ন করে নইলে ঘরেই পাখী

মরিবে। ৩৫।

৩২ ঘরকে রেখো অতি সাবধানে

আগাগোড়া কোথায় দেখ মনে। ৩৬।

বুনাদি আছে যেটা বহু পুণাতন

জল ঝড় আনিলে পরে পড়িবে তখন

যার গোড়া ঠিক নাই পড়বে সেটা এত জান

ঠিক মনে। ৩৭।

দেওয়ালের ঠিক নাইরে কোন উপরে টালির রং

কুদ অন্ন নাই কিছু ভিতরে ফদর ফং

কঁইচি বগী শক্ত আছে টান দিয়েছে ছখানে। ৩৮।

হাল দিচ্ছে দশদিক থেকে যেন ঝড়ে নড়ে না

শরের গোড়ায় সোনা লেগেছে বুঝতে পারি না

বলে বন্ধিম দেওয়ালের ঠিক মাইরে কোন একটা খুঁটা  
দিবি মুধনে । রং ।

৩৩। শিশুকালের কথা আছে কি আর মনে  
কালের পর কাল এল ঐ ডাক দিল মন যৌবনে । রং ।  
যে ডাক দিল সেও হবে না সঙ্গেতে চিরকাল  
আর এক কালের সময় হলে ঘটেবে ঠিক জঞ্জাল  
উঠতে বসতে পারবি না মন শুনতে পাবিনা  
কানে । রং ।

ঐ কালের যে রিন সময় হবে বলবেনা কারো  
শক কেশ তার দস্ত ভাঙ্গা নিশানা তারো  
যেদিন নয়নে দেখতে পাবিনা ভাবিবে  
আপন মনে । রং ।

তিনটি কাল ঠিক সময় বুকে আসবে দেহেতে  
সব ছাড়িলেও কালে ছাড়ে না জান মনেতে  
বন্ধিম তিনটি কালকে মন্দ বলে ভাবিনা  
কছু মনে । রং ।

৩৪। মনরে ব্যপার করতে জান না  
ধারে পাশে কর ব্যপার চুরে যেতে পার না । রং ।  
এমন ব্যপার করবি রে মন ঠিক পাবি মুক্তি  
লাভ হয় যেম চিরদিনের সকলের ভক্তি  
ভক্তি করা লাভ করিলে ব্যপার করতে  
হবে না । রং ।

শুক্রর কাছে শিক্ষা নিবে ওপারে বাবার  
 এ পারে ব্যপার চলে না ব্যপারী সবাই এখানকা  
 মন যদি ব্যপার চালাতে পারি জীবনে দুঃখ  
 পাবি না ।

ব্যপার যখন করতে হবে দুজন হবে সাথী  
 ব্যবসাতে দুঃখ হয় তা জ্ঞান সব নিবে মাথা পাতি  
 দুঃখ সুখকে আগে সাধন কর নইলে  
 ব্যবসা চলবে না ।

আদার ব্যবসা করতে গিরে জ হাজ ধর না  
 গুরু মন্ত্র ছেড়ে দিয়ে পরের বুদ্ধে মর না  
 এমন ব্যবসা করবি বন্ধিম যেন মন বাসনা  
 থাকে না ।

৩৫। ও মন বাঁচবি যদি নির্ভরনে চল  
 মরবি যদি ঘরে থাক  
 মিছে ভুতের বেগার খেটে মরি  
 জীবন গেল ফাঁকের ফাঁক ।  
 মন বলিছে থাকিস না তুঁই ঘরের ভিতরে  
 কোন দিন তোমর জীবন যাবে ঘুমের ঘোরে  
 এমন চোরের চোর আছে মন ঘরে এনে  
 দিবে ডাক ।

বন্ধিম বলে বাহিরে চল চোর যাবে না সেখানে  
 কেউ কারো নয় এ সংসারে নিজে বাঁচাও আগে

ও মন এখন আছে বুঝতে ভাস চুম্বিন পরে  
ফুকবি শাঁক। রং।

৩৬। মনের কেন বিনা বুঝে সাধু নামটি ধরালে  
চুল দাড়ীতে হয়না সাধু কঠের মালা জপিলে। রং।  
সংসার হতে বাহির হলেও হয়না সাধনা  
কেবল জীবনটাকে শাস্তি দিয়ে বাড়ায় যন্ত্রণা  
ডোর কৌপীন বাঁধলে এঁটে পড়তে হবে

বৌকার দলে। রং।

হস্তা পিতল ছেড়ে দিলে ধরলে নারিকেল বাটি  
আবার তৈল ছেড়ে ভস্ম মেখে শরীরটা মাটি  
চিমটা হাতে খড়ম জোড়া লোক দেখে

হরিনাম বলে। রং।

বন্ধিম বলে বাহিরে গেলেও হয় না সাধনা  
আত্মটাকে যত্নে রেখে দিওনা যাতনা  
(সেখায়) গয়া গঙ্গা মথুরাপুরী সেখায়

হরিপদ মিলে। রং।

৩৭। ওরে মন জেলে

মাছ দেখে জাল ফেলবি ভায়া  
যেন তাপল মাছটি যায় মিলে  
আমার জলের মাছে সাধ মিটেছে ভাই  
একবার ডাঙ্গায় দেখনি জাল ফেলে। রং।  
এখন খেয়া দিলে ভায়া মাঝ সন্নোবরে

জাল দেখে মাছ হেসে উঠে বলে কি করতে পারে  
 কি উপায় হবে জেলে ভায়া  
 তোর দিন যে গেল বিফলে ।। রং ।।  
 আসল কাঁঠি নাটবে জালে ছিঁড়ে পর্দা কাঁক  
 মাঝ দরিয়ায় জাল টি ফেলে রসি ধরে থাক  
 বেশি টানতে গেল যাবে ছিঁড়ে  
 জাল হবে জলের তলে ।। রং ।।  
 ছেঁড়া জাল লইয়া বংকিম ঘুরে চারি পাশ  
 কালো জলে কুমুদ মাছ তাই করছে পরিহাস  
 যে মাছ ধরেছে সেই পেয়েছে  
 কিবা সুখ ঐ মাছ খেলে ।। রং ।।

৩৮। ও মন রেডিও রে গান গাইছো লাইন জেনন  
 আমি কোন লাইনে ধরায় এবার  
 দেখি চতুর্দিকে তার টানা ।। রং ।।  
 কোন মহাকন এই রেডিও গঠন করেছে  
 যে করেছে সেই করেছে কেউবা সেরেছে  
 তাই ঢাকায় ধরায় পাটনাতে গায়  
 শুনে আনন্দে হয় আটখানা ।। রং ।।  
 বেটারী দুটো শেষ হয়ে এল  
 আসল সুরে সাঁধা ছিল তাই নকলে এল  
 এবার আস্তে আস্তে বন্দ হবে মন  
 সুখের সময় শুমতে পাবে মা ।। রং ।।

এই রেডিও মেরামতের দোকান রয়েছে  
কি যে মজার দোকান সেটা কানাও দেখেছে  
স্পষ্ট করে লেখা আছে সাইনবোর্ডে দেখনা ।রং  
জীর্ণ রেডিও সেরে নে বংকিম গুরুর দোকানে  
টাকা কাড়র নেই কারবার বুঝে দেখ মনে  
ও মন সেরে নে তুঁই ভাড়াভাড়া নইলে  
নিজনে বই ফেলবে না ।রং

৩৯। এত বড় গোণ্ডগোলে হরি কি মিলে  
হরি মিলে সাধনার ফলে ।রং।  
একে দেহ সংসারের জ্বালা আবার আত্মার ঝামেলা  
কুমোর চাকার মত ঘুরছে রে মন  
সময় ছিল না জলে স্থলে ।রং।

(যদি) সংসারের কাজ করে পরে বসি সাধনে  
অস্তুরে স্বয়ংবরা নারী দাঁড়ায় সেইখানে  
যখন সাধন ভজন ছেড়ে দিয়ে  
আমার মন পাখী ডানা মেলে ।রং।  
সবার পরে আমি যখন সিতারাম ধরি  
(আমার) ঘরের ভিতর সিঁদটি কেটে মন করে চুরি  
বংকিম বলে গোণ্ডগোলে মিলে  
মিলেনা রকের মত থাকিলে ।রং।

- ৪০। (ক) কৃষ্ণ গুর গাও দেখিয়ে  
(খ) খল মতি মন  
(গ) গগু গোলে জীবন ধারণ  
(ঘ) ঘোর কলির মূল হরি সাধন ।রং।  
(ঙ) উমা চরণ ধর দেখি এঁটে  
(চ) চতুর্ভুজের স্মরণ নাও খেটে  
(ছ) ছন্মবেশে আছেন সবে  
(জ) জানতে হবে সব সাধন ।রং।  
(ঝ) ঝামেলাতে আছে ছয়জন  
(ঞ) ঞ্জিতে কাজ কর সদা আমরা দুজন  
(ট) টলমল করছে দেহ  
(ঠ) ঠেলা মাঝে ঈশ্বর্যগণ ।রং।  
(ড) ডাক যদি হরি বলে  
(ঢ) ঢেও দিয়ে এসে মন আমার বলে  
(ণ) ণাইরে কলির সাধন ভক্তন  
(ত) তামাসা এসব সাধন ।রং।  
(থ) থমকিয়া মন আমার বলে  
(দ) দ মনা ধরে সাধন কি চলে  
(ধ) ধরতে যদি পারিল তারে  
(ন) নবীম হবে এ জীবন ।রং।  
(প) পূর্ণ ব্রহ্ম ছিল দেহে চিনতে পার না  
(ফ) ফন্দি এঁটে চলে গেল বুঝতে পার না



- (ব) বলিবার নাইরে কিছু  
(ভ) ভক্ত বিনে নাই সাধন ।রং।  
(ম) মরণ কালে হবে না কিছু  
(য) যমের গাড়ী ধরেছে পিছু  
(র) রক্ষা করার নাই রে কেহ  
(ল) লক্ষ পাপের এ জীবন ।রং।  
(শ) শ্মশান ঘাটে যাবার আগে  
(ষ) ষড়রিপু যেন সেদিন জাগে  
(স) সহ্য করে থাকিস যদি  
(হ) হবে রে মন সব সাধন ।রং।  
(ফ) ক্ষীণ হয়ে বংকিম বলে সাধন বিনে

জনম বিফলে

চেষ্টা করে দেখরে খেপা ভাবলে

কি মিলে রতন ।রং।

( সুর—ভাদুরিয়া )

৪১। এস মাগো সরস্বতী হৃদয়ে কর বসতি

দেহ মোরে যথা সাধ্য জ্ঞান

করিব মাগো একাই মনে ধ্যান ।রং।

মা তুমি জগতকে দেখ আমারে চরণতলে রেখ

চরণ ছাড়া হলে হব অজ্ঞান ।রং।

ওগো ওমা সরস্বতী যে করে তোমায় ভক্তিবৃত্তি

তারে দেখ তারেই জুড়াও প্রাণ ।রং।

ভূমি মা সকলের চক্ষু যেন মিষ্টির হয় ই  
 মা তোমায় পেলে পাব ব্রহ্ম জ্ঞান । রং  
 মা তোমার কৃপায় জগতকে দেখি  
 তাই সবার সাথে মাথাগাধি  
 নইলে কার সাধ্য বংকিম কে দিত তোরে জ্ঞা

৪২। নেমেছি মন অগাধ জলে  
 ভরসা কেবল গুরুপদ তলে । রং  
 তাই ডুবি না অগাধ জলে  
 সঁতার দিচ্ছি নিজ কৰ্ম ফলে । রং  
 জল আছে ঐ চারিধারে  
 গুরু কেবল আছেন ধরে  
 না ধরিলে যেতাম জল তলে । রং  
 জলের ভয়ে ডাসায় থেক না  
 না নামলে জলে কিছু মিলে না  
 গুপ্তধন উঠাও গুরু বলে । রং  
 জল দেখে বংকিম পাগল  
 গুরু তখন ভরসা দিল  
 দেখনা নেমে জয় গুরু বলে । রং

৪৩। বায়স ছাগ ডাকে  
 যুচালে এই দেহটাকে  
 ডাকে ডাকে যুচালে জঞ্জাল  
 বাঁধনে বাঁধিল মহাকাল । রং



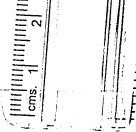
( ৩৩ )

ডাক শুনে গেল বারা  
ভারাট হল সর্ববিহারা  
সোনার দেহ করিল কঙ্কাল।রং  
যে তাদের ডাকে ধরে  
সংসারে তারে কেবা পাবে  
তাঁর সহজ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল।রং  
ডাক শুনে বক্ষিম গেল  
শুন মূলে আদায় করিল  
এবার মন দিয়ে রপে জাগাও তাল।রং  
৪। প্রাণ পাখীরে গোখরো সাপে ধরেছে তোছে  
বিষ ঢালে অন্তরে অন্তরে।রং  
পাখীর সঙ্গে সাপের খেলা  
নইতে পারে বিষের ফালা  
তবু খেলা ছাড়িতে না পারে।রং  
খড় পাখী বলি ভোরে  
ফল কি হলো তোর খেলা করে  
সাপের কি গুণ বুঝবি তুঁই পরে।রং  
গোখরো সাপের দুটো ফণা  
পাখী দেখে হয় দিনে কানা  
ধরলে পরে মুখে মধু করে।রং  
ছাড়াব সাপের সঙ্গে খেলা  
দেশ ছাড়ে মন বিদেশে পালা  
নইলে বেদে হয়ে সাপকে রেখ ধরে।রং

জন্ম বঙ্কিমের পাখী  
 ঐ মাপের সঙ্গে মাথা রাখি  
 তার পাখী বলে সাপে কিবা করে ।রং।

৪২। বুনা মন নাগী জাতির কলা  
 গেছে তোমার দিবে ভিক্ষার কলা ।রং।  
 ঘরের ভিতর যে থাকে ধর  
 হুশে নেয় চুতকের মতন  
 শুষ্ক ঘরে কর তুমি খেলা ।রং।  
 মুখে রাম রাম করে  
 অন্তরেতে ছুরি মারে  
 বিনা বুঝে কর গলার মালা ।রং।  
 দিনের বেলায় যেমন তেমন  
 রাত্রেতে যুগল মিলন  
 শেষে মদি হারা কণীর হর জালা ।রং।  
 কাল সাপিনীর সঙ্গে  
 যামিনী যার কত রঙ্গে  
 বিধু মুখ দেখি মন উত্থালা ।রং।  
 বঙ্কিম বলে বুঝি শেষে  
 খতই থাক তুই মিলেছিলে  
 জাবিস যদি হরিরে মন শিলা ।রং।

৪৬। দেখরে মন হরি সাধন করার কিবা জ্ঞান  
 যে করেছে তারই সাধন শুনে কাঁচেরো বাক্সন ।রং।  
 যদি কর তার পর ভয়সা



মিটবে সেদিন মনের আশা  
 নিমাইবে মনের যত সব আশুনা। রং।  
 থেকেনা ভুলে এ সংসারে  
 যেতে হবে সবার পারে  
 নতলে কেউ স্থান দিবে না ভাবিবে পরে বিতরণ। রং।  
 আজাই দিনের মত সময় আছে  
 বুঝে করবি কি তুঁই আগে পিছে  
 বংকিম চল যাবিত পিছনে বিপদ দারুণ। রং।

৪৭। সাধের ঢেঁকিরে গুনের ঢেঁকিরে

উঠিল যখন ভয়ে কাঁপে প্রাণ  
 (আবার) খাধার উপর হাত দিলে ঢেঁকি  
 নিজেরই অপমান। রং।

ঢেঁকির মালিক আছে হুজুরা  
 চললে পরে হুজুরেই কানা  
 উঠছে ঢেঁকি নিজের তালে  
 নিজে হওরে সাবধান। রং।  
 ঢেঁকি আছে প্রতি ঘরে  
 কেউ ভয়ে রেখেছে বন্দ করে  
 দেখান জানে না কিছুই জানেনা  
 ঘরে করে গঙ্গা স্থান। রং।  
 বংকিম কয় আমড়ার ঢেঁকি  
 কখন জানেনা দিবে কাঁকি  
 হুদিন পরে হাবিবে হুজুরা। রং।

৪৮। অল্পভাবে প্রেম করনা

অকরকারে সাপকে বেধ ধরনা ।রং।

অল্পভাবে প্রেম কবে যে

কেউটে সাপের লেজ ধরে সে

বিনা বুকে ঐ সাপকে ধরনা ।রং।

প্রেম হয় কিন্তু জগতের স্বার

প্রেমে মূল্য প্রেমেই কাঁরাগার

প্রেম বিনা জগতের কেউ থাকেনা ।রং।

প্রেম করনা বংকিমের সাধে

সে কালি মাখাবে সবার অগ্রেতে

কিন্তু এমন প্রেমিক এ গাঁয়েতে পাবিনা ।রং।

৪৯। দেখরে মন কলীর নীলা

নারী করিছে কেন স্বামীরে হেলা ।রং।

যুবা বয়স যখন ছিল ওখন সকলে আদর করিল

যখন বয়স পড়ে সবে করে হেলা ।রং।

যেনা করল স্বামী পেবা সংসারে তার রইল কেবা

পরে পুরুষে সনাই মাতি গেলা ।রং।

নিজ স্বামী কিবা ছিল যন স্বভাবের দোষে করেনা যতন

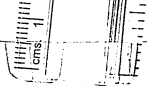
বহিরঙ্গে মিটাই মনোজ্বালা ।রং।

যদি কেউ করে তাদের মানা নারীরা তাকে বলে কানী

আনিস না তুঁহ সামনে থেকে পালা ।রং।

ভাসাইল প্রেমের ভেগা সময়ের গুণে হলো জ্বালা

প্রেমাকুর দিনে দিনে হলো উত্বালা ।রং।



( ৩৭ )

দোষ দিওনা কেহ নারীর

মালিক হয় তারা এই ভবতরীর  
ঐ নারী হলো বহুিমের গলার ঘালা রং।

৫০। দোষ দিও কেহ নারীর মিছে

তাদের পিছু দেখে সবে লেগে আছে  
যদি দেখে কোন যুগতী উন্টে তখন মতি  
এমন মানুষ এই সংসারেই আছে ।রং।

কিশোর বয়সে সবে প্রেম শিখিলে কেমনভাবে  
এখন বৃদ্ধা যুবা সবে সমান আছে ।রং।

স্বভাবের দোষে প্রেম শিখিলে যতনেতে না রাখিলে  
অল্প বয়সে প্রেম কর মিছে ।রং।

নারী সত্য সত্যি ছিল পুরুষের দোষে তারা গেল  
কথায় কথায় উঠাইল গাছে ।রং।

বংকিম বলে প্রেমের কথা শুনতে গেল ধরে মাথা  
প্রেমে মরণ প্রেমেই জীবন আছে ।রং।

৫১। দেখরে মন কলির রীতি সবার আপন আপনমতি  
স্বামীজীর বহিরঙ্গের ভাব

কার সঙ্গে করবি সুখ লাভ ।রা।

যেদিন স্বামী জীর ভাব গেল তাই একের থেকে দুই হলো  
কারো দোষ দিও না এ আপন স্বভাব ।রং।  
ছিল আমার মনের আশা সকলি হলো নিরাশা  
নারী জাতি ছাড়ে না আর মে স্বভাব ।রং।

শেবে বংকিম বলেনা কিছু বেশী ভাব করনা মারীর শিছু  
দোষ দিও না কারো এ কলির প্রভাব ।রং।

স্বর—প্রসাদী

৫২। মা মা করি কণ্ঠমা কথা  
ওমা এতে কিনা লাগে ব্যথা ।রং।  
কখনো ডাকি মুণ্ডমালী  
কখনো বলি ও মা কালি  
আবার শ্যামা শ্যামা বলি কাঁদি  
মা কেন হয় সকলি বৃথা ।রং।  
নির্ধনের ধন না থাকিলে মা  
কেউ বুঝে না আত্মার ব্যথা  
যে জানে সেইতো জানে মা  
অন্য জনে বুঝবে কি তা ।রং।  
ধনের আশায় বংকিম কাঁদে মা  
নাও মা একবার বিদায় করি  
যদি মায়ের কাজ ঠিক করে যাও মা  
চরণ তলে রইলো আমার মাথা ।রং।

৫৩। মাগো ওমা মুণ্ডমালী  
মা কেন এত বদ খেয়ালী ।রং।  
লকালে বিকালে ডাকি যে মা  
তবু কেন হয়না দয়া  
ওমা ছেলের ডাকে হয়না দয়া তাই তোমারে  
খস্ক বলি রং।



( ৩৯ )

মা রা দেওয়া ত ছরের কথা

অশ্রুরসেও হয়না দেখা

কি করি ডাফব মা তোমায় একবার এসে

দাও বলি ।রং

কি যে তোমার মন্দির রতি মা

আমি বুঝতে না পারিলি

এই ব্রহ্মাণ্ডে বহিতে মধো বাবার বুকে চরণ দিলি ।রং

মা হয়ে ছেলের মুণ্ডের মা

মালা গের্ণে গলে দিলি

তবে কার দয়া করবে মা ভূমি বংকিমকে

দিওনা ফেলি ।রং

১৪। মা নাম নিয়েছে দুঃখ হরা

আবার কাজটি তোমার জীবন ধারা ।রং

আশি লক্ষ জীবের সৃষ্টি মা

সবই তো তোমারই দেওয়া

তবে মেষ ছাগে কি দোষ করল মা

বলি দিয়ে বলছে তাই ।রং

১৫। তোমার বিচার শক্তি মা

হকুম দিচ্ছ তাইতো তারা

হকুম দিচ্ছ মনে মনে গা

কাজটি হচ্ছে ভুভেব সারা ।রং

শব্দাদের বিচার নাই যে মা

কেবল নর যানুসের বিচার গড়া  
 তাদের বিচার এমন কড়া  
 দেহতারাও হাতে ধরা ।রং  
 এমন বিচার বসলে তারা মা  
 জীবের জীবের হিংসা করা  
 এমন মায়ের মা তুমি মা  
 বঃকিমকে দেখ মাসির পারা ।রং  
 ৫৫। শুধু সাপ মিটে কি মা বলিলে  
 ও মা ডুবেছি যেঅগাধ জলে ।রং  
 মা মা বলি ডেকে মরি মা  
 দেখনা একবার হাত বাড়িয়ে  
 জগতের মা হলে তুমি  
 আমায় কেন দিচ্ছ ভুলে ।রং  
 এ জগতের কান্না খোঁড়া মা  
 সবই তো তোর হাথ ছেলে  
 তবে কেন কেউ গাছতলার থাকে  
 কেউবা থাকে তাজমহলে ।রং/  
 বাঁচাও মা ত্রবারের মত  
 দিওনা আর জলে ফেলে  
 মা এখন কেন বলছ তুমি  
 সব ঘটাচ্ছ কর্মফলে ।রং  
 ধর্ম ধর্ম জ্ঞানের আলো ।

সবইতো তোমারই হাতে  
 বংকিম বলে সকলি মিলে  
 কালি মায়ের চরণ ধরিলে ।রং।

৫৬। মনরে ঠিক তুঁই কাজ জানিস না  
 ফাঁকা কাজে সময় গেল মন  
 এ কাজে তোর দিন যাবে না ।রং।

অল্প ধনে মত্ত হয়ে মন রইলেরে মন মিছে ভুলে  
 ঐ ধন যে আপন হয়না কখন

মরিলে কে করবে মানা ।রং।

এমন জমি পাবিনা মন চাষ করিলে ফলতো সনা  
 দশের ভুলে ভুলে গেলি মন

ছয়জনাকে দেখলি কানা ।রং।

পাঁচজন আশে রইলো বসে দেহে ছিল যে কজনা

(তাদের) মন ভুলালি বহিরঞ্জে খেয়ে বিয়

ফেলে চিনির পানা ।রং।

ভুল করেছিস অল্প ধনে মন উপার কেন কিছু করনা

বংকিম কাজ শিখবিতো চল গুরুর কাছে

এ কাজে তোর দিন যাবে না ।রং।

৫৭। মম মিছে কর কল্পনা

কিসে ধনী হব বেশী তার ভাবনা ।রং।

মনের বড় হঠাৎ মন

সে বড় হওয়া কাজে লাগে না

ধনে মনে বড় হলে সে ধন গাড়ীতে চলেনা ।রং।

সদা ভাব আপন মনে  
হাত দিব কার বেশি ধনে  
মন বলে পর ধন না পেলে মিটেনা কোন যন্ত্রণা ।রং  
পর ধনকে আপন বঁল মন  
লে আবার কেমন বাসনা  
সে ধন আছে বন্ধিম তোর ঐ সে ধনকে চেয়ে দেখনা ।রং

৫৮। মরলে কে তোর সঙ্গে যাবে  
দেখে তোর ভয়ে সবাই পালাবে ।রং  
মরার আগে মাতা পিতা বুঝবে সবে আত্মকথা  
মরলে মুখে কাপড় ঢাকা দিবে ভয়েতে  
সবে পালাবে ।রং

মরার আগেই মাখানাখি স্ত্রী পুত্রের ভালবাসা  
মরলে কান্নাকাটি করবে দুদিন দশ দিনে  
ভুলে যাবে ।রং

শ্মশানে লয়ে গিয়ে তোরে চিতায় জ্বালিয়া দিবে  
দেখবে কেবল বন্ধু সকল যতক্ষণ না  
পুড়ে ছাই হবে ।রং

লোকাচারে সে সব করে মন পথের মধ্যে  
পাথর কাঁটা দিবে

বলবে তোমার ঐ পথ আমার এই পথ  
এই বলে সব মন ভুলাবে ।রং  
একই পথের পথিক মনরে কেনবা এমন বলে

বন্ধিমা ঘুচাস যদি পথের কাঁটা গুরুর কৃপায়  
আবার ফিরাবে ।রং।

৯। গুরুপদে সদাই রাখিস রে মন  
দ্রুত জান বিনা জীবনে কখন ।রং।  
গুরু বল কঠিন বল মা  
এমন বল কোথাও আর কেউ দিবে না  
গুরু বলে সংসারে চলে গুরু দেখায় ত্রিভুবন ।রং।  
সারা অঙ্গে কালি মাখা ছিল  
গুরু মন্ত্রে সকল মুছাইল  
ভুল বুঝে তুঁই মনরে কভু কার্টিসনা গুরুর বচন ।রং।  
গুরু বাক্য যে জন পালন করে  
আলো দেখে ঠিক সেই অন্ধকারে  
বন্ধিমা মনকে যদি রাখিস ভালো  
শেষে বুঝাবি মজা তখন ।রং।

১০। মা এই কি ভবের বিচার হলো  
মিথ্যা বলে তরে সকল  
সত্য ভবে কোথায় গেল ।রং।  
মিথ্যা আবার সন্ধান পায় মন  
মিথ্যার উপর মিথ্যা বলে  
মিথ্যা বলে হত্যাকারীর হয়না ফাঁসি হুসুমা জেল ।রং।  
সত্য মিথ্যার বিচার মনরে  
হবে একদিন ঠিক তা জান

সেদিন মানবেনা সে কারো কথা

যতবা সেখানে বল ।রং।

নিচর ছবার আগে রে মন

সাবধানে ঠিক কথা বলো

নইলে সেখানে যদি যাবি বন্ধিম ডু বাবি

যে নামটি ছিল ।রং।

৬১। ভাবলিনে মন নিজের কাজে

কি জন্ম এলি ধরা মাঝে ।রং।

যেদিন যাবে ফিরবে না মন

এ জান ঠিক ভালভাবে

তবে কার ভুলে তুই রইলি ছলে সাজনা

কেন নিজের সাজে ।রং।

ধনের আশায় দিন গেল মন

নিজ ধন কিছু চিনলেনা

এ মেহের ধনকে করনা যতন কেন বা

কিসের লাঞ্জে ।রং।

ধনের আশায় বলে থেকনা মন

ধন দৌলত কিছু ই লাখে যাবে না

বংকিম নিজ ধন কর আগে যতন দাঁড়াবে

কাজের মাঝে ।রং।

( ত্রিপতী ভবপৃতা স্তব )

৬২। পিতার ব্রহ্মাণ্ডে ছিলাম যখন দুঃখ বলে

সেথায় জানিনা কখন

সেখা কিবা শুখে ছিলাম মন  
যদি কাম এসে পৌঁছিল সেদিন মাতৃগর্ভে দিল  
সেদিন হতে মোর যত্ননা  
ক্ষুধা তৃষ্ণা সেদিন হতে আর মিটেনা ।রং।  
মাতৃগর্ভে ছিলাম দশমাস দশদিন গোপনে থাকিতাম  
যেন জল মধ্যে মীন  
সেখা কোন কক্ষের সীমা ছিল না  
খন সবদিন গভ্র হলো তখন এ ধরায় নামাইল  
সেদিন হতে আবার যত্ননা ।রা।  
শিশুকাল গেল অবোধ বলিয়া এ যৌবন গেল  
হেলেতে চলিয়া  
তবে দুঃখ বিনাশিবে আর কখন  
যেন মানব জন্ম নিলে বহু ভাগ্য কর্মফলে  
এমন জন্ম বন্ধিম আর পাবিনা ।রং।  
৬৩) মস্তক উপরে বিরাজ করেন যিনি কামরূপে উদ্ভাস  
হয়ে যায় তিনি  
তিনি সকলের মুগ্ধধার  
যার জন্ম মোরা হয় সকলে জ্ঞানহারা  
তাঁরে ধরিলে কি সুখ জান না  
বিচার করে মন কেন মানেনা ।রং।  
যার জন্ম হলো জীবের উপস্থিতি তাঁরে করিনা ভক্তিভক্তি  
তবে কারে নিয়ে থাকিঁরে মন  
যিনি ছিলেন আজ্ঞধন তাঁরে করিনা বতন  
সমস্ত গেলে খুঁজে পাবিনা ।রং।

তিনি হন সর্ব সুখের আধার তিনি ঠিক করেন এ  
দেহের বিচার

তাই সবে বলে তারে মূলধার

তারে রাখতে পার যদি পার হবে ভবনদী  
নইলে কে দিবে তোরে সাস্তনা ।রং।

মানবের সুখ মাত্র তিনি রাখেন তারে রেখে যিনি  
শ্রদ্ধাকে ডাকেন

তিনি সর্ব সুখ পায় এ ধরায়

তার গুণ মাত্র জানে যারা আছেন একমনে  
তাদের নাই কোন জ্বালা যন্ত্রণা ।রং।

গুরু বলে তারে বিশ্বাস করি মনে উপযুক্ত গুরু তিনি  
শাস্তি দেন গ্রাণে

তার চেরে জগত্তের কিছু নাই

বক্ষিস খরিস যদি তারে ঠিক যাবি ভবপারে  
নইলে কে দিবে তোরে সাস্তনা ।রং।

৬৪। আত্মাই দিনের মত এসেছি মোরা রাখতে খুঁজি  
বসে এ জগতকে স্বারা

এসব কেন হে: বিচার

উদয় অস্ত করেম যিনি বিচার করিবেন ঠিক তিনি

বুঝে কেন মানুষ বুঝোনা

নিজে বসে কেন নিজে খেকনা ।রং।



ভব সংসারে বুঝাইবে কেবা কারে

সে মহাজন কোথায়

জে পাইনা তারে ভুলে থাকি মায়াজালে

অন্তরঙ্গে একবার দেখনা ।রং।

স্ব ধন যিনি দেয় এ জগতে লেখা আছে ঠিক

বেদে পুরানেতে

তবে সবে কেন মনে ভেবনা

কন মানুষ জন্ম লয়ে

সর্পগনের মত ভয়ে

বন্ধিম কি ছিল দেহে তোর চিনালিনা ।রং।

৭। বৃক্ষকুলের মত দাঁড়িয়ে থাকলি এই সংসারের

দিকে কেননা চাহিলি

বিফলে গেল দিন চলিয়া

কেম বইলিরে মন ভুলিয়া

ডাক রাম কৃষ্ণ হরে বলিয়া ।রং।

৮। ধন যৌবন কোন রবে না চিরদিন

একবার ভাল করে দেখ বুঝিয়া

৯। হস্তগত ধন হবেনা মন কখন

তবে কি ভুলেতে থাকি ভুলিয়া ।রং।

১০। জগতের সবে আপন আপন ভাবে

যে যেমনি ভাব কেও রবেনাত ভবে

মিছে মায়াজালে থাক ভুলিয়া

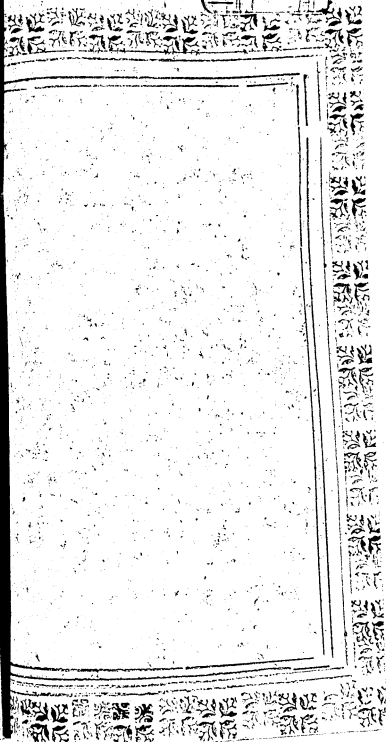
১১। যেদিন পলকে উড়িবে সেদিন সকলে ছাড়িয়ে

বংকিম কাঁদে সেই দিন মনে করিয়া ।রং।

৬৬। পূর্ণ শশধর সম                    ছিল অশ্বরেতে মন  
 না বুঝিয়া নিস্কলে হারাইলাম  
 যার জন্য মান সম্মান                যার জন্য এই প্রাণ  
 তারে হারালে আর মিলেনা  
 কেন বধুগণ একবার ভেবনা ।রং।  
 মহাশক্তি ছিল যার                    তিনি সর্ব সুখাধার  
 তিনি করেন এ দেশের বিচার  
 তিনি চিরদিনের সাথী                তিনি গুরু দেয় হুমতি  
 তারে যত্ন করতে মন যেন না  
 একবার মন প্রাণে ভেবে দেখনা ।রং।  
 যিনি হল যৌবনের সাথী                দোষ গুণেয় মাথাপাতি  
 তারে যত্ন করিতে পারনা  
 যেন মনি হারা সর্পগণ                অন্ধকার দেখে তখন  
 হারালে মানিক মিলেনা  
 তবু চেষ্টা করে একবার দেখনা ।রং।  
 গুরু সম কাজ করিতেন তিনি  
 কেব মোরা কর্ম্য দোষেতে না চিনি  
 নিজ দোষে সব হারাইলাম  
 তাই মনে বংকিম ভাবে                যুববনা বিনা লাভে  
 তবু মন কি পাবেনা চেতনা ।রং।

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200  
201  
202  
203  
204  
205  
206  
207  
208  
209  
210  
211  
212  
213  
214  
215  
216  
217  
218  
219  
220  
221  
222  
223  
224  
225  
226  
227  
228  
229  
230  
231  
232  
233  
234  
235  
236  
237  
238  
239  
240  
241  
242  
243  
244  
245  
246  
247  
248  
249  
250  
251  
252  
253  
254  
255  
256  
257  
258  
259  
260  
261  
262  
263  
264  
265  
266  
267  
268  
269  
270  
271  
272  
273  
274  
275  
276  
277  
278  
279  
280  
281  
282  
283  
284  
285  
286  
287  
288  
289  
290  
291  
292  
293  
294  
295  
296  
297  
298  
299  
300  
301  
302  
303  
304  
305  
306  
307  
308  
309  
310  
311  
312  
313  
314  
315  
316  
317  
318  
319  
320  
321  
322  
323  
324  
325  
326  
327  
328  
329  
330  
331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000

1 cm.



পাঠক, গাঢ়ক গনের প্রতি আমার নিবেদন, আমি  
এই পুস্তক খানিতে একশত পাঁচ খানি বুমুর  
ছাপাইব মনে করিয়া ছিলাম, কিন্তু এবৎসর  
অর্থাভাবে সমস্ত বুমুর ছাপাইতে পারিলাম না।  
আশা করি আগামী বৎসর বাকি বুমুর গুলি  
ছাপাইব। কিছু কিছু মুদ্রনের ভুল হইয়াছে,  
প্রথম শ্রয়াস বলিয়া এই ক্রটি মার্জনা করিবেন

নিবেদন— ইতি

প্রস্তুকার

প্রকাশক — শ্রীবলরাম মাহাত ও শ্রীহরিপদ মাহাত

মুদ্রক — শ্রীগোপাল প্রেস, বঘুনাথপুর